ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়
জনতথ্য বিভাগ 'ওয়াসা ভবন'
৯৮,কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৮৪.২০১৭/৪৭৫ তারিখঃ ০৮/০৫/২০২১

বার্তা সম্পাদক
"দৈনিক সমকাল"
ঢাকা।

বিষয়ঃ **প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য।**

গত ০৫ মে, ২০২১ তারিখে আপনাদের **"দৈনিক সমকাল"** পত্রিকায় **"রাজধানীর অনেক এলাকায় তীব্র পানি সংকট-শুষ্ক মৌসুম শুরুর পর দুর্ভোগ"** শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি ঢাকা ওয়াসার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য নিম্নরূপঃ

প্রকাশিত সংবাদটি ঢাকা ওয়াসার সন্মানিত গ্রাহকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা বলে প্রতীয়মান। পবিত্র রমজান মাসে এরুপ ভ্রান্ত সংবাদ দৈনিক সমকাল' এর মত একটি পত্রিকার কাছ থেকে আশা করা যায় না।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৫৯/১৭ পশ্চিম শেওড়াপাড়া ও ৩৩৬ পশ্চিম শেওড়াপাড়া হোল্ডিং এ দীর্ঘদিন ধরে পানির সমস্যা বিদ্যমান। এর প্রেক্ষিতে অদ্য ০৮ মে, ২০২১ তারিখে অত্র জোনের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও পাইপ লাইন পরিদর্শক সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন করেন। ১৫৯/১৭, পশ্চিম শেওড়াপাড়া হোল্ডিং এ যেয়ে দেখা যায় যে, ২ তলা বাড়িতে ২৫ মিমি ব্যাসের ১টি পানির লাইন বিদ্যমান। তার পানির জলাধারটি পরীক্ষা করে দেখা যায় পানিতে পূর্ণ রয়েছে। বাড়ীর কেয়ারটেকারের সাথে আলাপ করলে জানান, যে, তাদের বাড়িতে বর্তমানে কোন পানির সমস্যা নেই। সংবাদপত্রে উল্লেখিত অভিযোগকারী ব্যাক্তি জনাব মামুন সাহেবকে খোঁজ করা হলে বাসা থেকে জানানো হয় যে, তিনি বাসায় নেই। জনাব মামুনের আম্মা ও তার বড় ভাইয়ের সাথে আলাপ করা হলে তারা জানান বর্তমানে পানির কোন সমস্যা নেই। ১০/১২ দিন পূর্বে পানির সাময়িক কিছু সমস্যা হয়েছিল। তবে বর্তমানে পর্যাপ্ত পানি পাচ্ছেন। হোল্ডিংটির পানির বিল পরীক্ষা করে দেখা যায় (হিঃ নং-০৪০৩৪৯৪৯৫৬) যে বিলের পরিমান ৪,১২৪/- (চার হাজার একশত চব্বিশ টাকা)। বিল ঠিক আছে বলে বাড়িওয়ালার পক্ষ থেকে জানানো হয়। ফলে প্রতিয়মান হয় যে, বাড়িতে পানি সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। উল্লেখ্য, ঢাকা ওয়াসার আনন্দবাজার পানির পাম্পটি উৎপাদন কমে যাওয়ার কারনে সাময়িক পানির অসুবিধা হতে পারে। বর্তমানে শেওড়াপাড়া-২ পানির পাম্প হতে রেশনিং এর মাধ্যমে উক্ত এলাকায় পানি সরবরাহ করা হচ্ছে (দুপুর-১.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৫.০০ ঘটিকা)। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, শেওড়াপাড়া আনন্দ বাজার পাম্পটি রিপ্লেসমেন্টের কাজ ২৪ ঘন্টা চলমান রয়েছে। এছাড়া ৩৩৬, পশ্চিম শেওড়াপাড়া হোল্ডিংটি পরিদর্শন করা হয়। বাড়ীর মালিক জনাব আবু তাহের ভূইয়া সাহেবের সাথে আলাপ করে তার উপস্থিতিতে পানির জলাধারটি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা কালে দেখা যায় তার জলাধারটি পানিতে পূর্ণ আছে। তিনি বলেন, তার বাড়িতে কোন পানির সংকট নেই, পানি সরবরাহ স্বাভাবিক আছে।

ঢাকা ওয়াসা মড্স জোন-৮ এর আওতাধীন শাহাজাদপুর দক্ষিনপাড়া এলাকায় তীব্র পানি সংকট দেখিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিন শাহজাদপুর এলাকায় ১লা রমজান হতে কোন পানির সংকট বা চাহিদা ছিল না; বরং মড্স জোন-৮ এর আন্যান্য এলাকা মতো দক্ষিন শাহাজাদপুর এলাকাটিকে গুরুত্ব দিয়ে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রতিবেদন প্রকাশের এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে অদ্যাবধি দক্ষিন শাহজাদপুর এলাকা হতে ওয়াসা লিংক- ১৬১৬২ এবং মড্স জোন-৮ এর অভিয়োগ কেন্দ্রে

০৮/৫/২০২১

পানি সংকটের কোন চাহিদা ও অভিযোগ পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপার নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রতিবেদক অমিতোষ পাল এর সাথে টেলিফোনে দক্ষিন শাহজাদপুর এলাকার কোন কোন বাড়িতে পানির সংকট নির্দিষ্ট ভাবে জানার চেষ্টা করা হলে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেন নাই।

দক্ষিন শাহাজাদপুর এলাকার পানির সংকট নিয়ে যে ভিত্তিহীন প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক।

উত্তরা এলাকায় কাওলা, প্রেমবাগান, মোল্লারটেক এলাকার পানি সংকটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে - সেখানে গত কয়েকদিনে একেবারেই পানির চাহিদা নেই, রিপোর্টার এর সাথে টেলিফোনে কথা বলে জানা যায় - কাউন্সিলর আনিসুর রহমান নাঈম এর অনুমান নির্ভর তথ্যের উপর ভিত্তি করে রিপোর্টটি করা হয়েছে। উল্লেখ্য কোথাও পাম্পের বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা কোন কারনে কোন এলাকায় পকেট সমস্যা সৃষ্টি হলে সেটা স্বল্পতম সময়ে নিরসনের উদ্যোগ নেয়া হয়। কারণ, গ্রাহক সেবা ঢাকা ওয়াসার কাছে অগ্রগণ্য।

এছাড়া, দনিয়া, যাত্রাবাড়ী, মাতুয়াইল, শনিরআখড়া এলাকায় পানি সংকট দেখিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে, উক্ত এলাকাসমূহে পানি সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। ওয়াসালিংক-১৬১৬২ এবং জোনাল অভিযোগ কেন্দ্রে উক্ত এলাকা সমূহ পানি সংকটের কোনো চাহিদা ও অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

এছাড়া জুরাইন এলাকার কিছু অংশে ময়লা ও দূর্গন্ধযুক্ত পানি প্রাপ্তির বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণিত নয়। তবে উক্ত এলাকার গ্রাহক সম্প্রতি পানিতে আয়রন প্রাপ্তির অভিযোগ করেছেন, বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চলছে।

পরিশেষে, ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালককে নিয়ে 'তিন মাসের ছুটিতে ওয়াসার এমডি' উপ শিরোনাম দিয়ে আরো কিছু কল্পনা প্রসূত সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। প্রকৃত সত্য এই যে, , ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঢাকা ওয়াসা এ্যাক্ট-১৯৯৬ মোতাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক বোর্ড কর্তৃক সরকারের অনুমোদনক্রমে নিযুক্ত একজন সার্বক্ষনিক কর্মকর্তা ও প্রধান নির্বাহী। তাঁর চাকুরী ওয়াসা আইন-১৯৯৬ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কর্তৃপক্ষের কার্য সম্পাদনের জন্য তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের যাবতীয় কাজকর্ম দক্ষতা ও শৃংখলার সাথে সম্পাদনের জন্য তিনিই দায়ী থাকবেন। তাঁর দায়িত্ব পালন, সুযোগ সুবিধা এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হবে। সুতরাং সরকারি চাকুরির বিধিবিধান উনার জন্য প্রযোজ্য নহে।ঢাকা ওয়াসা বোর্ড ওয়াসা আইনের দেয়া বিধিবিধান অনুসরন করেই তাঁকে যাত্রার তারিখ হতে ৩ (তিন) মাসের বহিঃ বাংলাদেশ (যুক্তরাষ্ট্র) অবস্থান এবং Telework/Work from Home এর অনুমতি প্রদান করেছেন। তাঁর এই বহিঃ বাংলাদেশ অবস্থানের বিষয়টি সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্র গমন করেছেন।এখানে নিয়ম বা আইনের কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই। ওয়াসা আইনের ২৮(১০) ধারামতে লিখিত আদেশ দ্বারা তিনি তৎকর্তৃক আরোপিত শর্তে প্রত্যেক উইং প্রধানের স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে কি করবেন তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। এ ধরনের বিভ্রান্তিমূলক প্রতিবেদন প্রচার করে জনমনে ঢাকা ওয়াসাকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে যা কোনমতেই কাম্য নয়।

পরিশেষে, প্রতিবেদনটি সম্পর্কে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ বক্তব্যটি আপনাদের **"দৈনিক সমকাল"** পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় হুবহু একই কলামে প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হ'ল।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে

০৮/৫/২০২১

এ. এম. মোস্তফা তারেক
উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা
ঢাকা ওয়াসা।